দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 1-3 MAY 2007
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪

বেসরকারি ৫৬টি ভার্সিটি অবৈধ

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) ও সরকারের অনুমোদন না থাকায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত ৫৬টি দেশী-বিদেশী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইউজিসির এক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই কথিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যক্রম অবৈধ ঘোষণার পাশাপাশি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিষয় বা কোর্সে ভর্তি না হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারি ৫৬টি

(প্রথম পৃঃ পর)

উদ্যোক্তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে অন্য দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ শাখা হিসাবেও দাবি করে থাকে।

অবৈধ ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে গুলশানে অবস্থিত ক্যামব্রিয়ান কলেজ (কানাডা), ধানমন্ডির ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, কলাবাগানের ডেফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটি, ধানমন্ডির তুঁইয়া একাডেমী, ম্যাস্ট্রো ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, লালমাটিয়ার নর্থ আমেরিকা ইউনিভার্সিটি, পান্থপথের গ্রীনভ্যালী ইউনিভার্সিটি, ধানমন্ডির হেডওয়ে ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, গ্রীনরোডের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, উত্তরার এল-ডোরাডো, মোহাম্মদপুরের নিউরাল ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, ধানমন্ডির সেন্টার ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট, ধানমন্ডির নিউ ক্যাসেল ল একাডেমী, ধানমন্ডির ন্যাশনাল লিগ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর হায়ার স্টাডিজ ইনস্টিটিউট অব ল, গুলশানের পারনানা কলেজ, ধানমন্ডির এনভায়রনমেন্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড, ধানমন্ডির ওয়ার্ল্ড ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রামের ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি অ্যান্ড রিসার্চ, বিলগাঁওয়ের ফরেন এডুকেশন সার্ভিসেস বাংলাদেশ, বনানীর অস্ট্রেলিয়া ইনস্টিটিউট অব বিজনেস টেকনোলজি, ধানমন্ডির গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট, উত্তরার দি প্রমেসিভ মেরিটোক্র্যাসি লিমিটেড, উত্তরার দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জেমস কুক ইউনিভার্সিটি, খুলনার ওয়েস্ট কোস্ট ইউনিভার্সিটি অব পানামা, নয়া পল্টনের ইউনিভার্সিটি অব বালারাত, বনানীর রয়েল রোডস ইউনিভার্সিটি, ধানমন্ডির ইউনিভার্সিটি অব হলগুন, ধানমন্ডির ইউনিভার্সিটি অব নিউ ক্যাসেল, ধানমন্ডির দি ল টিউটরস, গুলশানের বৃটিশ স্কুল অব ল, ধানমন্ডির সফট-এড লিমিটেড, ঝিগাতলার আটলান্টিক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ধানমন্ডির ইউনিভার্সিটি অব লুটন, ধানমন্ডির ঢাকা সেন্টার ফর ল অ্যান্ড ইকোনোমিকস, বনানীর ইউনিভার্সিটি অব নর্থ আমেরিকা, বনানীর ইউনিভার্সিটি অব ওলনগং অস্ট্রেলিয়া, তোপখানা রোডের এ্যাজাম্পশন ইউনিভার্সিটি থাইল্যান্ড, উত্তরার পিস ট্রেড ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি, ধানমন্ডির সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল টেকনোলজি, সাত মসজিদ রোডের নিউরাল সিস্টেমস লিমিটেড, ধানমন্ডির আইবিসিএল প্রিন্সেস লিমিটেড, সিলেটের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, রাজশাহীর ইউনিক কম্পিউটিং, ধানমন্ডির এসএএফএস ইন্টারন্যাশনাল, বনানীর এনআরবি-এটিসি সেন্টার ফর বিজনেস স্টাডিজ, বনানীর সিএটি-এসিসিএ প্রেস্টন ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রামের ডিউপিং ইউনিভার্সিটি ইউএসএ, ঢাকার ডিউরিয়া ইউনিভার্সিটি ইউএসএ, খুলনার পানামা ইউনিভার্সিটি, খুলনার অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং ধানমন্ডির তুঁইয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি।

ইউজিসির এ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এবং সংশোধিত আইন ১৯৯৮ এর ৬ ধারা অনুযায়ী সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সনদ না নিয়ে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে না এবং কোনো বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলাদেশে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা কিংবা ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান করা যাবে না। এ আইন অনুসরণ না করার কারণেই এসব বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশকে অবৈধ ঘোষণা করা হলেও ধানমন্ডির ৪ রোডের ৫/৫ ঠিকানায় অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ নামের প্রতিষ্ঠানটি ইউজিসি ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত।